بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

আমাদেরকে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের কাছে মাথা নত করে বিশ্বকে পরিচালনার কাজ করতে হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস শহরস্থ বায়তুল ইকরাম মসজিদে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আল্ আরাফের ৩০ থেকে ৩২ নং আয়াত তেলাওয়াত করার পর হুযুর (আই.) বলেন,

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো: "তুমি বল, আমার প্রভু ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন। এবং (আরও যে) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনোযোগ নিবদ্ধ করো এবং তাঁর উদ্দেশ্যে দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে কেবল তাঁকেই ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁর পানে) ফিরে যাবে। একদলকে তিনি হেদায়েত দিয়েছেন, কিন্তু আর একদল আছে তাদের জন্য পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে। এবং তারা মনে করে যে, তারা হেদায়েত লাভ করেছে। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর। এবং আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। কারণ তিনি অপব্যয়কারীগণকে ভালবাসেন না।"

হুযুর আনোয়ার বলেন; আজ আপনারা মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাচ্ছেন, যদিও এর নির্মাণ কাজ কিছুকাল আগে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু আজ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে। যারা এই মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে এই মসজিদের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ করুন যেন আপনারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন এবং মানুষ তখনই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে যখন সে তাঁর আদেশ অনুসরণ করে চলে। আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার আমাদের উপর একটি বড় দায়িত্বভার ন্যস্ত করে। এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ, পারস্পরিক সম্প্রীতির সাথে বসবাস এবং সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার হল আমাদের

দায়িত্ব। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, যেখানেই ইসলামের প্রচার করা হবে মুখ্য উদ্দেশ্য; সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করুন। তাই এই মসজিদ থেকেই এই এলাকায় ইসলাম প্রচারের শুভ সূচনা হবে, প্রচারের পথও উন্মুক্ত হবে। তবে প্রত্যেক আহমদীকেও ইসলামী শিক্ষার আদর্শ রোল মডেল হতে হবে।

আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ্ তাআলা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্টদের কিছু দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন। সবার আগে বলেছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্য কথায়, তিনি মসজিদে যারা আসেন তাদেরকে সর্বপ্রথম বান্দাদের হক আদায়ের ব্যবস্থা করার উপদেশ প্রদান করেছেন এবং এর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানের সাথে বাড়ীতে ভালো ব্যবহার না করে, তাহলে এমন ব্যক্তির জামাতীয় কাজ ও ইবাদত কোন কাজে আসবে না। কেউ যেন গর্ব না করে যে আমি এমন একজন ব্যক্তি যে অনেক নামায পড়ি এবং জামাতের কাজ করি। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বান্দাদের হক আদায় করে না সে আসলে আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করে না।

এর পর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আপনি যদি তাঁর হুকুম পালন না করেন, তাঁর জন্য দ্বীনকে শুদ্ধ করে নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করেন, তাহলে শয়তান আপনাকে পরাস্ত করবে। বর্তমান জাগতিক পরিবেশে এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগের খুব প্রয়োজন। মুসলমানদের পতন তখনই হয়েছিল যখন ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করে খোদা তাআলার ইবাদতকে নিছক লৌকিকতা রক্ষার্থে করা হয়েছিল, ইবাদতের চেতনা ভুলে গিয়ে মসজিদের বাহ্যিক চেহারার উপর জোর দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামের অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বহিরাগত হানাদাররা আজ ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। তাদের মতে মুসলমানরা শূকর ও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। এখন আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ঐশী সমর্থন ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ব্যতীত তাদের সাথে লড়াই করা সম্ভব নয় এবং এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাতে এই সিলসিলাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আজ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কাছে মাথা নত করে বিশ্বকে পরিচালনার কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইসলামের হারানো সুনাম পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদেরই। আমাদেরকে পূর্ণ আস্থার সাথে এবং মহান আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর নির্ভর করে বিশ্বকে পরিচালনা করার কাজটি করতে হবে কারণ আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র (আ.) অনুসারী; যিনি বিশ্বকে জীবন দান করার জন্য এবং পৃথিবীতে মহানবী (সা.) -এর শিক্ষা প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত। এখন এই শিক্ষা অনুসরণের মধ্যেই নাজাত নিহিত। পরকালে কোনো ব্যক্তি খালি হাতে গেলে তাকে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে এবং তারপর সে যা করবে তা তিনিই ভালো জানেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যখন আমরা বিশ্ববাসীকে এই বিস্তারিত বিষয়ে অবগত করব, তখন আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। আমাদের ইবাদতের মান এবং আমাদের অধিকার প্রদানের মান উচ্চ হোক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে এই সময়ে ইসলাম যাকে বলা হয় তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেটি আজ উচ্চ নৈতিকতা শূন্য। আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা আজ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্ এটিকে পুনরুত্থিত করার ইচ্ছা করেছেন। ইসলামের এই অবস্থা পরিচালনা করার জন্য, আমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বার্তাবাহকের সাথে সংযুক্ত। অতএব আজ, আমাদেরকেই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের মানদন্ড স্থাপন করতে হবে এবং আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে সর্বশক্তিমান খোদা তাআলার প্রতি আনুগত্য সম্পূর্ণ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌ই

সবকিছুর স্রষ্টা। এখন বিশ্বে ইসলামই একমাত্র বিজয়ী প্রধান ধর্ম। এ জন্য আমাদের সকল সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম - এর সুলতানে নাসির হয়ে উঠতে হবে। তাঁর সাথে করা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতির এখন বাস্তবায়নের সময়। তা পূর্ণ হবেই। আমরা যদি এতে সাহায্য করি তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে অংশলাভ করব। আর যদি আমরা এগিয়ে না আসি তবে আল্লাহ্ অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য পাঠাবেন, কারণ কাজটি সম্পূর্ণ হবেই হবে। তাই আমাদের নিজেদের অবস্থা, ঘাটতি ও দুর্বলতাসমূহ দূর করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এখন সেই যুগ যে যুগে ভণ্ডামি, অহংকার, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃত উন্নতি লাভ করেছে এবং নৈতিক গুণাবলী আজ বিলুপ্ত হয়ে স্বর্গে অবস্থান করছে। তাওয়াক্কল ও তদবির (অর্থাৎ খোদায় বিশ্বাস এবং মানবোচিত ব্যবস্থাগ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐশী বিধানের দারস্ত হওয়া) এখন রহিত হয়েছে, কিন্তু এখন আল্লাহ্ পুনরায় এগুলির বীজ বপন করতে চান। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের বিনষ্ট করেন না। তিনি এখন ইচ্ছা করেছেন যে ভাল কাজের অগ্রগতি হবে এবং মন্দ কাজের বিলুপ্তি ঘটবে। তাই আমাদের এখন আত্মপর্যালোচনা করে দেখা উচিত যে আমরা কি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, পবিত্রতা অর্জনে, ইবাদতের মান উন্নয়নে এবং ঐশী করুণারাজি লাভ করতে আমাদের সর্বোত্তম প্রয়াস করছি কিনা। যদি আমরা আন্তরিকভাবে ইবাদত না করি তাহলে এসব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বৃথা। তাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গভীরভাবে আমাদের আত্মসমীক্ষা, ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তেগফার) এবং প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের নেক আমল করতে থাকা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কর্মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য আন্তরিক হওয়া দরকার। এই গুণ একমাত্র পরিবর্তনশীলরাই অর্জন করতে সক্ষম। তাই খুব স্মরণ রাখুন, যে ব্যক্তি খোদা তাআলার হয়ে যায় খোদাও তার হয়ে ওঠেন। সুতরাং এই কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এতই দয়ালু যে আমাদের ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে বরকত দেন। আসুন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি; কিভাবে আল্লাহ্‌র হক আদায় করা যায় এবং সবচেয়ে বড় অধিকার প্রদান হচ্ছে যথাযথ তাঁর ইবাদত করা।

মসজিদ নির্মাণ করে তার পাওনা পরিশোধ করুন। আন্তরিক হয়ে ইবাদতের জন্য এর কাছে আসুন। নিয়মিত মনোযোগ সহকারে নিজের নামাযকে হেফাজত করতে হবে এবং এটি তখনই হবে যখন আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা থাকবে, এমন ব্যক্তিগত ভালবাসা যা অন্য কারও জন্য নয়। এই ধরনের ভালবাসা একটি পরিবর্তন নিয়ে আসে। যারা একটু দোয়া করার পর ক্লান্ত হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় তাদের এই বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। তাই শুধু প্রয়োজনের সময়ই আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে যাবেন না বরং আল্লাহ্ তাআলার সাথে ব্যক্তিগত ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করুন। দেখবেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও এমন একজনকে ভালোবাসবেন। যখন এই দুই ভালোবাসার মিলন হয়; তখন আল্লাহ্‌র আশিসের এমন বর্ষণ আরম্ভ হয় যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা তাদের আসল ও স্বাভাবিক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে জীবনকে পশুর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোকে মনে করে, তারা আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে। দায়িত্বের জীবন হল ইবাদতকে আপনার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাধীন করে নেওয়া। মৃত্যুর উপর কোন বিশ্বাস নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; আপনাকে বুঝতে হবে যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হচ্ছে আপনার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রার্থিব দুনিয়া আপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। সন্ন্যাস যাপন ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আপনার সব কিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা উচিত। তাই এটি অত্যন্ত বিবেচনা ও মনোযোগের জায়গা। আমরা যদি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আনুগত্য দাবি করে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যাই, তাহলে আমাদের আনুগত্য অর্থহীন, আমাদের কথা অন্তঃসারশূন্য। তাই প্রত্যেক আহমদীর উচিত গভীরভাবে চিন্তা করা, মূল্যায়ন করা

এবং দেখা যে সে সারাদিনে কত মিনিট আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে ব্যয় করে। জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যাবেন না। এসব ভুলে গেলে আমাদের আনুগত্য, আমাদের বয়াত বৃথা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমান আধুনিক যুগে পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ার জন্য লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হচ্ছে বাড়াবাড়ি এবং এই বাড়াবাড়িই আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদেরকে দূরে করে দিচ্ছে। এভাবে মুসলিম ও আহমদী হওয়ার দাবী শুধু মৌখিক দাবীই থেকে যাবে এবং কোন কাজ হবে না। একজন প্রকৃত মো'মিন ধর্মকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন ফলে আল্লাহ্ তার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেন। এমনটা যে করে না; জাগতিকতার আকাঙ্খার আগুন তাকে গ্রাস করে নেয়। এর থেকে সে নিস্তার পায় না। পরিশেষে এই আগুনই তাকে ভস্ম করে দেয়। আল্লাহ্র মসজিদগুলো তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং একের পর এক নামায আদায়ের জন্য উদ্বিগ্ন ও অপেক্ষায় থাকে। এই ভাবেই তারা মসজিদগুলি ভরিয়ে তোলে, এটি তাদের নিজেদের এবং পরবর্তি প্রজন্মকে তরবিয়ত করার একটি মাধ্যম এবং এই যুগের নেতিবাচক জিনিস থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই মসজিদটি উদ্বোধনের সাথে সাথে এগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং জনগণকে আহমদীয়া ইসলামের বার্তা দেওয়ার আরও পথ উন্মুক্ত হবে। যেমন প্রতিশ্রুত মসীহ্(আ.) বলেছেন, "যেখানেই একটি মসজিদ নির্মিত হয়, সেখানেই ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়।" অতএব, এখন একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, এটিকে ভরে তোলার দিকে মনোযোগ দিন। মসজিদের ভরে ওঠা শুধুমাত্র মানুষের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে হয় না, বরং যারা আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে নামায পড়ে তাদের দ্বারা হয়ে থাকে।

জুমআর খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তাআলা করুন যেন, যারা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন তারা যেন প্রকৃত অর্থে একে ভরিয়ে তুলতেও সক্ষম হন এবং আমরা যেন এর দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সুসজ্জিত করে তুলতে পারি। আমিন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহ্সানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 7 October 2022 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission ....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in